যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

কমিউনিটি শিক্ষকদের দাবি

আগামী মাসের পয়লা দিবস হইতে ধর্মঘটে যাইবার কর্মসূচি ঘোষণা করিয়াছে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। ধর্মঘটে যাইবার কারণ হিসাবে তাহাদের এক নেতা বলিয়াছেন, সরকার তাহাদের বেতনের ৮০ হইতে ৯৫ শতাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াও উহা রক্ষা করে নাই। দুর্মূল্যের এই বাজারে বারোশত টাকার শিক্ষা সম্মানীতে সংসার চালানো এবং মানসম্মান রক্ষা করাও সম্ভব হইতেছে না। গত জানুয়ারি হইতে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানের কথা থাকিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় উহার কোনও সুরাহা করে নাই। সত্য সত্যই যদি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ধর্মঘটে যান, তাহা হইলে সারাদেশের ১০ লক্ষাধিক শিশুর শিক্ষাজীবনে নামিয়া আসিবে অনিশ্চয়তা। এই আশংকা একেবারে উড়াইয়া দিবার মতো নহে। সরকার নিশ্চয় কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষকদের সমস্যা ও দাবি সম্পর্কে সম্যক অবগত। নীতিগতভাবে সরকার শিক্ষকদের দাবি মানিয়াও নিইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। এই কারণেই শিক্ষকরা ধর্মঘটের ডাক দিয়াছেন। পেটে ক্ষুধা লইয়া আর যাহাই হউক, শিশুদের পাঠদান সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক চাহিদার মিনিমাম প্রয়োজনটুকু বেতনভাতার টাকায় মিটাইতে না পারিলে সেই শিক্ষকদের নিকট জাতিগঠনমূলক শিক্ষাদানও প্রত্যাশা করা যায় না। শিশুদের শিক্ষাদান ব্যাহত হইলে দেশের ক্ষতি, উহা সরকারকে মনে রাখিতে হইবে। দেশের সকল গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। যে সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই সেইখানেই গড়িয়া তোলা হইয়াছে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের চারিপার্শ্বে যাহাদের বসবাস, তাহাদের আর্থিক অনুদানেই পরিচালিত হয় বিদ্যালয়গুলি। এই কারণেই কমিউনিটি স্কুল শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন ১২ শত হইতে ১৫ শত টাকার মধ্যে নির্ধারিত। জাতীয় বেতন স্কেল ৩ হাজার টাকার ৮০, ৯০, ৯৫ শতাংশ কমিউনিটি শিক্ষকগণ পাইলে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হইবে। আর যে জাতির শিক্ষকগণ বঞ্চিত থাকেন, সেই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে না। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। উহাকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে হইবে বৈকি। প্রতি বৎসর উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ভালো ফলাফল লইয়াও শিক্ষার্থীরা ভর্তি হইতে পারে না, তখন অভিভাবকদের এবং শিক্ষার্থীদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া সরকারের উচিত অতি দ্রুত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো। উচ্চশিক্ষার্থীদের অনেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিতেছে। কিন্তু ঐ সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি এতটাই বেশি যে, সেখানে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভর্তি হওয়া কঠিন। এই সহজ সত্যটি মনে রাখিতে হইবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। শুধু বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইলেই চলিবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকাও সমীচীন নহে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের ধর্মঘট হইতে বিরত রাখিবার উপায় হইল তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনাপূর্বক একটি সম্মানজনক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং ১ এপ্রিলের পূর্বেই এই ব্যাপারে পরস্পরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইতে হইবে।